R. N. No. 2532/57 — Phone No. 66-228, STD 03483 — Regd. No.—WB/MSD—4

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে পৌষ বুধবার, ১৪০৩ সাল।
৭ই জানুয়ারী, ১৯৯৭ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

ওয়াকফ সম্পত্তি সরকার নিজেই বেদখল করেছেন বলে অভিযোগ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ফরাক্কা ব্লকের বাহাদুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৮০০ বিঘা সম্পত্তি ১৯২২ সালে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে নথীভুক্ত হয় বলে জানা যায়। আরও জানা যায় বর্তমানে বাংলাদেশ পূর্বের পূর্ব পাকিস্থানে চলে যাওয়া চৌধুরী পরিবার ঐ সম্পত্তির মাতোয়ালী নিযুক্ত হন। ৮০০ বিঘার মধ্যে পঃ বঙ্গ সরকার ৩০০ বিঘাতে বন তৈরী করেছেন এবং তা বন বিভাগের অধিকারে আছে। ২০০ বিঘা স্থানীয় পঞ্চায়েত পুকুর হিসাবে দখল করে মাছ চাষ করছেন। বাকী ৩০০ বিঘার মধ্যে ১১৭ বিঘা বাজাল মাঝির তত্ত্বাবধানে সাঁওতালদের দখলে রয়েছে। বাকী ১৮৩ বিঘা কোটালপুরে চৌধুরী পরিবারের নামে রেকর্ড আছে। ঐ সম্পত্তিটি আবার (১৮৩ বিঘা) ১৯৫৬ সালে জয়ন্তকুমার চক্রবর্ত্তী ও ১৯৭৪ সালে আক্তারজাহান বেগমকে বিক্রি করা হয় দেখা যায়। ফরাক্কা ব্লক ভূমি রাজস্ব দপ্তরের অবহেলায় ঐ মালিকহীন ওয়াকফ সম্পত্তি অর্থাৎ যাঁর মালিক দেশ ত্যাগ করে ভিন্ন রাষ্ট্রে বাস করছেন সেটি খাস সম্পত্তি বলে ঘোষিত হয়নি। সেই ডামাডোলে রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় বেশ কিছু জমি জবরদখলকারীরা চাষবাস করে লুটেপুটে খাচ্ছে। বাহাদুরপুর আদিবাসী স্বার্থরক্ষা কমিটি এই বিশাল সম্পত্তি (ওয়াকফ) লুটেপুটে খাওয়ার ঘটনার বিবরণ ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রীকে জানিয়েছেন বলে খবর।

ফরাক্কা ব্যারেজ প্রশাসনের ডামাডোল অবস্থার মধ্যে জলবিদ্যুতের কাজ এ বছরেই শুরু হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা জলবিদ্যুত তৈরীর কাজ আগামী নভেম্বরের মধ্যে শুরু হচ্ছে বলে জলসম্পদমন্ত্রক ঘোষণা করেন। এই প্রকল্পটি বেসরকারী সংস্থা মারফৎ হবে বলে সরকারী সিদ্ধান্ত হবার পর বিশ্ব টেণ্ডার আহ্বান করে প্রাকযোগ্যতা দরপত্র বিক্রয় করা হয় প্রায় ১১টি দেশী-বিদেশী সংস্থাকে। বিচার বিবেচনা করে জলসম্পদমন্ত্রক ৫টি বিদেশী কোম্পানীকে এ ক্ষমতা আছে বলে ছাড়পত্র দেন। এদের মধ্যে দুটি কোম্পানী দেশীয় সংস্থার যৌথ উদ্যোগে কাজ করতে সম্মত হয়। তাঁরা ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের চূড়ান্ত দরপত্র কেনেন। এগুলি হলো ইউকে, ভারত, সুইজারল্যাণ্ড যৌথ উদ্যোগে ক্যাভারনার এস এবং ফ্রান্স ও দেশীয় জয়প্রকাশ ইণ্ডাসট্রির যৌথ উদ্যোগে গড়া ল্যাভিলাইন এবং কানাডা, জার্মানী ও ভারতের যৌথ উদ্যোগ অ্যামালগামেটেড বেসরকারী একটি সংস্থা। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রাজ্য বীজ নিগমের নিম্নমানের গমবীজ বিক্রয়ের অভিযোগ

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ এ বছর মুর্শিদাবাদ জেলায় পঃ বঃ রাজ্য বীজ নিগম কৃষি বিভাগের মাধ্যমে ভর্তুকীতে যে গম বীজ বিক্রীর ব্যবস্থা করেছেন তা অতি নিম্নমানের বলে চাষীদের অভিযোগ। চাষীদের বক্তব্য এই বীজ সার্টিফায়েড হলেও উচ্চমানের নয়। এবং এই বীজের মধ্যে মিহি দানা ও যববীজ মিশ্রিত আছে। দামও ৯ টাকা কেজি। যা বাজার দর থেকে বেশী বলে চাষীদের অভিযোগ। চাষীরা আগে জানান গত বছর দর ছিল ৭ টাকা। এক বছরেই ২ টাকা বৃদ্ধির কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। জানা যায় সাগরদীঘিতে সরবরাহ করা বীজের বস্তায় ১৫ কেজি লেখা থাকা সত্ত্বেও তাতে মাত্র সাড়ে এগারো কেজি বীজ পাওয়া যায়।

আরএসপিকে সন্তুষ্ট করে সিপিএম আত্মরক্ষা করলো

ধুলিয়ান ঃ স্থানীয় পুরবোর্ড সিপিএমের হাত ছাড়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় গত ৩১ ডিসেম্বর এক জরুরী সভা ডেকে সিপিএম অপাততঃ বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে বলে খবর। এই সভায় পুরপতি সফর আলির নেতৃত্বে বোর্ড অফ কাউন্সিলারসরা উপপুরপতি পদ থেকে প্রকাশ সিংকে বাদ দিয়ে আরএসপির আনোয়ার সেখকে উপপুরপতিরূপে ঘোষণা করেন। জানা যায় প্রকাশ সিং সভায় উপস্থিত হননি।

কাষ্টমস্ এর হানায় বেআইনী মাল আটক

অরঙ্গাবাদ ঃ সম্প্রতি স্থানীয় বাজারে কাষ্টম্স্ এর একটি টিম বেশ কয়েকটি গাড়ী নিয়ে বিভিন্ন স্থানে হানা দেয়। তাঁদের কাছে নাকি অভিযোগ ছিল যেসব মাল এখান থেকে কলকাতায় যাচ্ছে তার মধ্যে বেশ কিছু বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে আসা সিল্ক সুতো থাকছে। তাই এই ছানবিন শুরু হয়। এ সূত্রে খবর কাষ্টমস্ স্থানীয় ব্যবসায়ী মানিকচাঁদ জৈন প্রভৃতিদের বাড়ী ও গুদামে হানা দেয়। যদিও সেখান থেকে কোন মালের হদিশ কাষ্টমস্ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গৃহবধূ খুনে দুই দেওর গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি ঃ গত ২৯ ডিসেম্বর এই থানার বোখারা গ্রামের পঞ্চায়েতের বাহালনগরের মহীউদ্দিন সেখের স্ত্রী মর্জিনা বেগমের (২৫) মৃত দেহ একটি পুকুরের পাঁকের মধ্যে পোঁতা অবস্থায় পাওয়া যায়। খবর ঐদিন মহীউদ্দিন তাঁর এক ছোট ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে সাঁকোবাজারে মেলা দেখতে যান। ফিরে এসে দেখেন ঘরে তালা লাগানো। স্ত্রী বাড়ীতে নেই। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারঙ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে পৌষ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

।। কেশরী-পাওয়ার ।।

আপাতদৃষ্টি বর্তমান নিবন্ধের শিরোণাম দেখিলে মনে হইতে পারে উহা একটি 'বঙ্গ-ইঙ্গ' শব্দ। যদিচ উক্ত শব্দটি ভারতীয় তথা বঙ্গীয় এবং দ্বন্দ্বসমাসনিষ্পন্ন, তথাপি আমরা ইহাকে যদি 'বঙ্গ-ইঙ্গ' ভিত্তিতে কেশরীর পাওয়ার অর্থাৎ সিংহের বিক্রম অর্থে সম্বন্ধতৎপুরুষ সমাস করিয়া বুঝি, তাহাতে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা দেখি না।

কারণ তা-বড় কংগ্রেস নেতা বিদ্যমানে সীতারাম কেশরী কংগ্রেস সভাপতি হইয়াছেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে সংসদীয় দলনেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার পাওয়ার অর্থাৎ ক্ষমতা আছে বলিয়াই তিনি ঐতিহ্যময় বর্তমান-মুমূর্ষু এই দলটির সভাপতি হইতে পারিয়াছেন। অবশ্য কংগ্রেস সভাপতির পদ অথবা সংসদীয় দলনেতার পদ পাইবার জন্য অনেকেই লালায়িত ছিলেন এবং তাহার জন্য নানা প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি তাঁহার নামগুণে সীতা এবং রামের সমন্বয়ে কেশরী অর্থাৎ সিংহসদৃশ বিক্রমের অধিকারী হইয়া কংগ্রেস দলের হাল ধরিলেন। অতঃপর এই দল তাহার ক্ষীণ ও হীন দশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহের দরবারে বিশিষ্ট আসন লাভ করিতে পারে।

তবে সংসদীয় দলনেতার নির্বাচন যদিও সর্বসম্মতিক্রমে হইয়াছে, তবু পশ্চাদ্দ্বারে পূর্বে কিছু কর্মধারা চলিয়াছিল। আর এই কর্মধারা ফলপ্রসূ না হইলে কী পরিস্থিতি দাঁড়াইত, তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না। শারদ পাওয়ারকে বশে আনিতে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। সীতারাম কেশরীর প্রস্তাবমত এবং পরে আরও কিছু কংগ্রেস নেতার প্রস্তাবে শারদ পাওয়ার লোকসভার ফ্লোর নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। এই বিষয়েই পূর্ব হইতে একটা বুঝাপড়া চলিয়াছিল। শারদ পাওয়ার ইহাতে সম্মত হওয়ায় তিনি এবং তাঁহার অনুগামীরা সীতারাম কেশরীর বিরোধিতা করেন নাই। বিরোধিতা করিলে অন্যান্য নেতাদের মধ্যে গোলমাল বাধিত এবং ইহার ফলে হয়ত কংগ্রেস রাজনীতির চাণক্য বলিয়া খ্যাত পি, ভি, নরসিমা রাও-এর পুনঃ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিত। পদাকাঙ্ক্ষী রাজেশ পাইলট সব দিক বিবেচনা করিয়া তাঁহার লোভ সংবরণ করিয়া সংসদীয় দলনেতা হিসাবে সীতারাম কেশরীর নাম প্রস্তাব করেন।

সুতরাং 'কী হয় কী হয়'—ভাবের নিষ্পত্তি ঘটিয়াছে। এখন সীতারাম কেশরী ও শারদ পাওয়ার একযোগে কেশরী-পাওয়ার হইয়া দলের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করুন, কংগ্রেসপ্রেমীদের এই কামনা। আবার সীতারাম কেশরী শারদ পাওয়ারের সহযোগিতায় তাঁহার বিক্রম প্রদর্শন করিয়া দলের মধ্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন, কেশরী-গোষ্ঠী এই কামনা করিতেছেন।

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পরিচালনায় অবসর প্রাপ্তদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৫ জানুয়ারী স্থানীয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, জঙ্গিপুর শাখার সমাজসেবা কাজের অঙ্গ হিসাবে পেনসনারদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির পরিচালিত হয়। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এস, কে, পালসহ কর্মীরা ও পেনসনারস্ এ্যাসোসিয়েশনের স্থানীয় সম্পাদক প্রভাত দাস এই শিবির সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। স্থানীয় হাসপাতালের ও শহরের ৫ জন চিকিৎসক বেলা ৪টা পর্যন্ত প্রায় একশোজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা পেনসন ভোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও চিকিৎসাপত্র দেন। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ও কর্মীদের ব্যবহারে পেনশনভোগীরা সন্তুষ্ট বলে জানা যায়। জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষণে এই সমাজসেবামূলক কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্মী ও চিকিৎসকদের প্রশংসা করেন। শহরের বহু বিশিষ্ট নাগরিক শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

জেলা ছাত্র ও যুব উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৩, ২৪ এবং ২৫ ডিসেম্বর ডোমকলে মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র ও যুব উৎসব '৯৬ হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কে, ভি, রঘুনাথ রেড্ডি এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। তিনদিন ধরে এই উৎসব চলে। প্রধান অতিথিদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তিন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী, আনিসুর রহমান এবং মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয় এবং রাত্রি ৯ টায় রাজ্যপাল এই উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জঙ্গিপুর পৌর ছাত্র যুব উৎসবে যাঁরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন তাঁরাই কেবলমাত্র এই জেলা ছাত্র যুব উৎসবে প্রতিনিধিত্ব করেন জঙ্গিপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে। এই জেলা ছাত্র ও যুব উৎসব '৯৬ এ জঙ্গিপুর পৌরসভার মুখ যাঁরা উজ্জ্বল করেছেন তাঁরা হলেন বিতর্কে সুচিত্ত বসু ও অরূপপ্রসাদ চৌধুরী (দলগত) দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। কথ্থক নৃত্যে সোমা পাল এবং হারমোনিয়ামে রুহিদাস হালদার প্রথম স্থান লাভ করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিল-এর চাল চুরি

ফরাক্কা : গত ২২ ডিসেম্বর এই ব্লকের মহাদেবনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন নূতন মোমরেজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মিড-তে মিল-এর চাল চুরি গেছে। খবরে জানা যায় গত আগষ্ট মাস থেকে এই ব্লকে প্রাঃ বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের দুপুরবেলার খাবারের জন্য চাল বিতরণের প্রকল্প শুরু হয়েছে। চাল আসার সঙ্গে সঙ্গে তা বিতরণ হয়ে যায়। কিন্তু ডিসেম্বরের চাল বিদ্যালয় চলাকালীন শেষ মুহূর্তে আসায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তা বিতরণ করতে পারা যায়নি। সেই চাল বিদ্যালয়ের একটি ঘরে তালা বন্ধ করে রাখা হয়। রাতে তালা ভেঙ্গে সেই চাল চুরি হয়ে যায়।

কলেজ পরিচালক কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন

জঙ্গিপুর : সম্প্রতি স্থানীয় কলেজের পরিচালক কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি গ্রুপের নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ১৯৯৭ থেকে ৫ বছরের জন্য ৪ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। প্রার্থী ছিলেন ৭ জন। নির্বাচিত হন বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন চক্রবর্ত্তী অনুমোদিত ২ জন প্রার্থী মানিকলাল মাঝি ও প্রীতিময় মজুমদার। অপর ২ জন হলেন গৌতম ভট্টাচার্য্য ও সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ী।

কলেজ ছাত্র সংসদ নির্ব্বাচনে ছাত্র পরিষদ জয়ী

জঙ্গিপুর : গত ২৩ ডিসেম্বর স্থানীয় কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এস, এফ, আই-এর ২০ জন ও ছাত্র পরিষদের ২১ জন জয়ী হন। ৪ জন প্রার্থী নির্বাচিত হন লটারীর মাধ্যমে। এস, এফ, আই পুনর্গণনার দাবী জানিয়ে অধ্যক্ষকে ঘেরাও করলে উত্তেজনা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত গত বছরের মত অশান্তির আশংকায় পুলিশ ও নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্তে আসে। ৬ জানুয়ারী ছাত্র পরিষদ সংসদ গঠন করেছে।

রোডরেস এ্যাসোসিয়েশনের ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৫ জানুয়ারী বহরমপুরে জেলা রোডরেস এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় পুরুষ ও মহিলাদের ৪২ কিমি ও ১৫ কিমি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী আনিসুর রহমান, বিরোধী দলনেতা অতীশ সিংহ, সাংসদ প্রমথেশ মুখার্জী প্রমুখ।

তোমাদের চক্রান্ত রুখবই —হুঁসিয়ার হামলাবাজ

বিশাখা বিশ্বাস

অল্ সেকুলার কন্সেপ্টস্ বিগিন উইথ নন-রিকগনিজেশন অব এনি সুপার ন্যাচারাল এনটিটি—সব রকমের অতি প্রাকৃত সত্তার অস্বীকারের মধ্যেই আমাদের সকল সেকুলার ধ্যানধারণার যথার্থ অর্থ বিরাজ করে। ভারতবর্ষের নব্য সেকুলারবাদী রাজনৈতিক ফঁড়ে/ঠিকেদারদের হাতে পড়ে এদেশে সেকুলারবাদের অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে যেখানে যেমন সেখানে তেমন ধর্মাধর্মের ব্যাখ্যা দান। ফলে, সংখ্যায় অধিক হিন্দু অধ্যুষিত থানাগুলোতে সরকারের দায়সারা সার্কুলারকে বৃদ্ধাংগুলি দেখিয়ে কালীপুজো হয়, সংখ্যায় বেশী মুশলীম অধ্যুষিত মুশলীম এলেকা সন্তোষপুর-বজবজে-খিদিরপুরে সংকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে গরু কাটা চলে। এবং ঠিক এইভাবেই ইসলামপুর থানায় কালীপুজো হয়, আর সে সম্পর্কে জেলার এস/পি-র কাছে অনুসন্ধানের দায়ে 'ঝড়ে'-র সাংবাদিককে প্রাণ-নাশের হুমকি পেতে হয় (খবর-সূত্র জঙ্গিপুর সংবাদ থেকে, তাং ৪/১২/৯৬, পৃঃ-২)।

নব্য সেকুলারবাদের এই জাতীয় বিষ-ফলের বিস্তৃত বিবরণের কথা পরে কোন এক সময় বলা যাবে, আজ কেবল বলি, শাসক এবং শোষক শ্রেণীর বেতনভোগী পাহারা-দারদের হাতে সংবাদপত্রের সাংবাদিকের ওপর হামলা নোতুন নয়। রামায়ণের ভাষ্যকারেরা লাঞ্ছিত হয়েছিল আলাউদ্দিনের ভাড়াটে সৈন্যদের হাতে। চার্বাক দর্শনের ছাত্ররা নির্যাতিত হয়েছিল বেদপন্থী পণ্ডিতদের পোষা ঠেঙাড়েদের কাছে। অজাতশত্রুর সান্ত্রীরা হামলা করতো বৌদ্ধ শাস্ত্র ব্যাখ্যা-কারদের ওপর। গান্ধী রচনার বিক্রেতাদের ওপর কোলকাতায় হামলা করতো সিদ্ধার্থের চামচেরা, সময় ৭২—৭৩ সাল। জয়প্রকাশের আশ্রম পত্রিকার লিখিয়েদের ওপর পাটনায় হামলা করতো ইন্দিরাশাহীর পোষ্য ক্যাডার-বাহিনী, সময় ৭৫ সাল। তাই বলছিলাম, লেখক সাংবাদিকের ওপর অসহিষ্ণু প্রশাসন ও তার প্রশ্রয়পুষ্ট ঠেঙাড়েবাহিনীর হামলা ইতিহাসে নোতুন কোন ব্যাপার নয়, নোতুন করে যা বলার তা হল এই যে, ইতিহাসের শ্মশানভূমিতে সর্বকালের সব হামলাবাজেরাই আশ্রয় নিলেও সবকালেই লেখক, প্রবক্তা, সাংবাদিকেরা মানুষের শ্রদ্ধায় ভালবাসায় চিরকাল বেঁচে আছেন—বেঁচে থাকেন। স্বচ্ছন্দে তাই বলা যায়, ইতিহাসের কবর-খানায় নিক্ষিপ্ত সেই সব হামলাবাজদের গলিত শবদেহ হতে উঠে এসে যে সব ক্রিমিকীটেরা আজ 'ঝড়'-এর সাংবাদিকের ওপর চড়াও হচ্ছে, মানুষের ঘৃণার খর তাপে সিদ্ধ হয়ে সেই সব ক্রিমিকীটেরা শীঘ্রই একদিন ধূলোয় মিশে যাবেই। কিন্তু—

কিন্তু কে সেই পুলিশকর্মচারী, সরকারের সার-কুলারকে পদদলিত করে সরকারী দপ্তরখানায় পুজোর আয়োজনে অনুমতি দেন—রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রীর কাছে তার জবাব চাই। কারা সেই 'কুড়ানি' এবং 'ইদ্রিস' নামক জোড়া হামলাবাজ, থানার পুলিশ অফিসারের সাথে যাদের গোপন যোগাযোগ রয়েছে বলে দুই প্রত্যক্ষদর্শীর বিশ্বাস—ইসলামপুর থানার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পুলিশকর্মচারীদের কাছে তার জবাব চাই। 'ঝড়ে'র সাংবাদিকের ওপর থানার কর্মচারীর হামলাবাজির প্রকাশিত খবরের পরে জেলার এস পি মহোদয়, ইসলামপুরের 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনৈতিক দলগুলি এবং জেলার অন্যান্য সাংবাদিক ও সংবাদপত্রগুলির কে কোন্ ভূমিকা নিয়েছেন সবিনয়ে তারও হিসাব চাই। কেন না, এ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এখানে একটি সুস্থ পরিবেশের সুস্থিতি রাখতে ব্রতবদ্ধ। সংবাদপত্রের ওপর হামলা করা এবং যুগপৎ সমস্ত প্রতিবাদী শিবিরগুলোকে নানান কৌশলে সে সম্পর্কে উদাসীন রেখে সংবাদপত্রকে সরকারের বিরোধীপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেবার চক্রান্ত এবং চূড়ান্ত পর্বে সেই চক্রান্তে সরকারকে বিব্রত করে প্রতিক্রিয়ার হাতকে শক্ত করার কৌশলকে আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। তাই হুঁসিয়ার হামলাবাজ! ....

সরকারী আবাসনের অবৈধ দখলদারদের কাছে আবেদন

কিছু মানুষ সরকারী আবাসনে অবৈধভাবে বসবাস করে বেশ কিছু মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন।

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলায় সরকারী আবাসন নির্মিত হয়েছিল মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীকে ন্যূনতম ভাড়ায় বসবাসের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

সেখানে অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ ঘটানো, অপর ব্যক্তিকে ভাড়া দেওয়া অথবা ভাড়া না দিয়ে বসবাস করা আইনতঃ দণ্ডনীয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বেশ কিছু সংখ্যক আবাসিক ক্রমান্বয়ে উপরোক্ত সবকটি অবৈধ কাজই করে চলেছেন। জনস্বার্থ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বলতর শ্রেণীর অধিকার রক্ষার্থে, সরকার অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ ও উপযুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে আবাসন নতুন করে বন্টন করার মাধ্যমে, এই সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

একটু ভেবে দেখুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য

পঞ্চায়েতের অনুকূলে ক্ষমতা ও সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এক অনন্য নজীর গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে স্থানীয় মানুষের সহায়ক কমিটি গঠনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত-এর কাজকর্ম আরও গণমুখী হয়ে উঠেছে। গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরী ও কার্যকরী করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ এবং তপশিলী জাতি উপজাতিদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী আসন সংরক্ষিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পুলিশী তৎপরতায় হেরোইনসহ একজন গ্রেপ্তার

জঙ্গিপুর ঃ গত ৩০ ডিসেম্বর সন্ধ্যেয় সাদা পোষাকের ৪ জন পুলিশ স্থানীয় জয়রামপুরের সাউদ সেখ নামে একজন ব্যক্তিকে আটক করে। তার কাছ থেকে ২ প্যাকেট হেরোইন পাওয়া যায়। যার আনুমানিক মূল্য নাকি দেড় লক্ষ টাকা। ধৃতকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়াতে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী পুলিশকে আক্রমণ করে বলে খবর। পুলিশ সাউদকে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে জি আর ৮০৫/৯৬ কেস দায়ের করে বলে জানা যায়।

হাই স্কুল নির্বাচনে প্রগতিশীল প্রার্থীরা জয়ী

সাগরদীঘি ঃ বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কাবিলপুর হাই স্কুলের অভিভাবক শ্রেণীর পরিচালক কমিটিতে গত ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচন হয়। নির্বাচনে সি পি এম সমর্থিত প্রগতিশীল প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। জয়ী প্রার্থীরা হলেন নুরমহম্মদ, লখাইচন্দ্র সরকার, জিল্লুর রহমান ও খলিলুর রহমান।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু. টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালেসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনসট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট-এড বক্স এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ— হার্নিয়াল বেল্ট, এল এস বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

2 YEARS WARRANTY

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Murshidabad

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
অনুষ্ঠানের নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

কার্ডস ফেয়ার

রঘুনাথগঞ্জ, ফোন—৬৬২২৮

ফরাক্কা ব্যারেজ প্রশাসনের (১ম পৃষ্ঠার পর)

চূড়ান্ত দরপত্রে প্রকল্পের বিবরণ, আনুমানিক খরচ, বিদ্যুৎ বিক্রয় প্রভৃতি ধরে আনুমানিক লাভের একটা অংশ এপ্রিলের মধ্যেই জলসম্পদ দপ্তরে জমা দিতে হবে। ইতিমধ্যে তিনটি কোম্পানীর প্রতিনিধিরা ফরাক্কা বাঁধ এলাকা ঘুরে যান। জানা যায় চূড়ান্ত দরপত্রের সঙ্গে ডি সি আর হিসাবে ১০ কোটি টাকা দপ্তরে জমা দিতে হবে। খবর বর্তমানে ফরাক্কা ব্যারেজ প্রশাসনের ডামাডোল অবস্থা দেখে জয়প্রকাশ ইণ্ডাস্ট্রিজ যৌথ উদ্যোগ টেণ্ডার জমা না দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে অপর যৌথ উদ্যোগটিই কাজের ভার পাচ্ছেন ও আগামী নভেম্বরের মধ্যে কাজ শুরু করছেন।

বে-আইনী মাল আটক (১ম পৃষ্ঠার পর)

পায়নি বলে খবর। ঐ দিন কামাখ্যা রোডওয়েজের স্থানীয় অফিসে হানা দিয়ে কাষ্টমস্ বেশ কিছু মাল আটক করে নিয়ে যায় বলে স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায়। অন্যদিকে স্থানীয় মানুষের কথা— এ সব ধরপাকড় লোকদেখানি তৎপরতা ও কোটা পূরণের কারসাজি মাত্র। এই চোরাচালানকারী চক্রের সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক নেতা ও বড় ব্যবসায়ীরা কাষ্টমস্‌কে দিয়ে মাঝে মধ্যে এভাবে ধরপাকড় করিয়ে তাঁরা লোকের চোখে ধুলো দিচ্ছেন।

গৃহবধূর খুনে দুই দেওর (১ম পৃষ্ঠার পর)

খোঁজ খবর করতে করতে শেষে গ্রামের পশ্চিমদিকে একটি পুকুরে মাথা পাঁকে পোঁতা অবস্থায় মর্জিনার দেহটি জলে ভাসতে দেখা যায়। উদ্ধারের পর দেখা যায় পেটে, হাতে ও শরীরের নানাস্থানে ছুরির আঘাত এবং গলাটি কাটা। সন্দেহ তাঁকে খুন করে পাঁকে পুঁতে দেওয়া হয়। পরে পাঁক সরে গিয়ে মৃতদেহটি জলে ভেসে ওঠে। পুলিশ সন্দেহক্রমে মহীউদ্দিনের দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

বিশেষ আকর্ষণ ঃ বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই *কোবরা* ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।